যায়যায়দিন

তারিখ 13 JAN 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

নতুন বই পৌঁছেনি শিক্ষার্থীদের হাতে

বিনামূল্যে বিতরণের বই চড়া দামে পাওয়া যাচ্ছে বইয়ের দোকানে

আলতাব হোসেন

নতুন বছরে নতুন ক্লাসে ওঠা শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু হয়ে গেলেও তাদের হাতে এখনো নতুন বই পৌঁছেনি। জেলা সদরের স্কুলগুলোতে কিছু বই বিতরণ করা হলেও মফস্বলের শিক্ষার্থীরা এখনো কোনো বই পায়নি। শিক্ষা বর্ষের শুরুতেই শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা নতুন বইয়ের জন্য ছোটাছুটি করেও বই সংগ্রহ করতে পারছেন না। অথচ বিনামূল্যে বিতরণের এসব বই চড়া মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এখনো বই ছাপা ও বিতরণ প্রক্রিয়া শেষ করতে পারেনি জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। মাধ্যমিক স্তরের ৭৩টি বইয়ের মধ্যে দু'দফায় ৫৪টি বই বাজারে ছাড়ার ঘোষণা দিলেও দেশের সব স্থানে এসব বই এখনো পৌঁছেনি। জানা যায়, মাধ্যমিক স্তরের আটটি বইয়ের পজেটিভ এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ এখনো প্রকাশকদের হাতে ছাপার জন্য দিতে পারেনি। ফলে এসব বই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছতে আরো মাস দেড়েক সময় লাগবে। তবে এনসিটিবির চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আহসানুল কবীর বই ছাপা ও বিতরণের কাজ শেষ পার্যায়ে বলে দাবি করেছেন।

ঐশি এ বছর ঢাকার কল্যাণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস টু থেকে থ্রি-তে উঠেছে। নতুন বছরে নতুন বই ছাড়া সে স্কুলে যাবে না বলে বায়না ধরেছে। তার বাবা ব্যাংকার আহাদ সাহেব স্কুলসহ নানা জায়গায় খোঁজাখুজি করেও একটি নতুন বই জোগাড় করতে পারেননি। অবশেষে এক সহকর্মীর পরামর্শে গতকাল স্থানীয় একটি বইয়ের দোকান থেকে সাড়ে তিনশ' টাকা দিয়ে এক সেট বই সংগ্রহ করে মেয়েকে দিয়েছেন। দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বই না পৌঁছলেও বিভিন্ন স্থানে এভাবেই বইয়ের দোকানগুলোতে চড়া দামে পাওয়া যাচ্ছে সরকারি বই।

জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সূত্রে জানা যায়, এ বছর প্রাথমিক এবং এবতেদায়ি স্তরে বিনামূল্যে বই ছাপা হচ্ছে ৭ কোটি ১৯ হাজার ৮১৪টি। এর মধ্যে প্রাথমিক স্তরের বই সংখ্যা ৫ কোটি ২০ লাখ ৯৪ হাজার ৬৭৫টি। এছাড়াও মাধ্যমিক স্তরের জন্য ছাপা হচ্ছে ১ কোটি ৮১ লাখ ৭৩ হাজার ৬৭০ কপি বই।

গত ১০ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেছেন। এনসিটিবির একটি সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বেশ কিছু বই এখনো ছাপার বাকি। এসব বইয়ের মধ্যে প্রাথমিক স্তরের ১২ লাখ ও এবতেদায়ি স্তরের ৬ লাখ

পৃ২ ›› ক৪

বিনামূল্যে বিতরণের বই

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বই ছাপার কাজ শেষ হতে আরো এক মাস লাগবে বলে মনে করছেন পুস্তক ব্যবসায়ীরা। এ বছর ফাইভের তিনটি বই ছাপার আদেশ পেয়েছে জাহান বুক হাউস। অথচ কার্যাদেশ দেয়ার এক মাস পর তাদের কাছে বইয়ের পজিটিভ দেয়া হয়েছে বলে জানান প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজার আরিফুল হাসান। বই ছাপার কাজ দেরি হওয়ার কারণ হিসেবে প্রকাশকরা বিদ্যুৎ সঙ্কট, অব্যাহত লোডশেডিং, দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বছরের শুরুতে ঈদকে কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন। প্রাথমিক স্তরের অধিকাংশ বই ছাপা হলেও কিছু বই ছাপতে বাকি থাকায় তা পাঠানো হচ্ছে না জেলা শিক্ষা অফিসগুলোতে। প্রকাশক ও মুদ্রাকররা নিজেদের পরিবহন খরচ কমাতে সব বই একসঙ্গে পাঠানোর ব্যাপারে বেশি আগ্রহী। তাছাড়া একবার অধিকাংশ বই পৌঁছে গেলে পরে বাকি বই আর মুদ্রাকররা পৌঁছে দিতে চান না। তাই প্রকাশক ও মুদ্রাকরদের ওপর কোনো চাপ প্রয়োগ করতে পারে না পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। প্রকাশকরা জেলা সদরে বই পৌঁছে দিলেও উপজেলা সদরে বই নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উপজেলা লেভেলে বই পৌঁছানোর জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে বই আনা-নেয়ার পরিবহন খরচ মেটানো হচ্ছে। উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলগুলোতে বই পৌঁছানোর জন্য কোনো পরিবহন ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার্থীরা নিজেরাই উপজেলা সদরে এসে বাধ্য হয়ে মাথায় করে বই নিয়ে যাচ্ছে স্কুলগুলোতে।

আমাদের জেলা প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, চাহিদার অর্ধেক বইও এখনো পৌঁছেনি। বই সঙ্কট থাকায় শিক্ষার্থীরা আগের বছরের পুরনো বই সংগ্রহ করে স্কুলে যাচ্ছে। তারা আরো জানিয়েছেন, জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসের লোকজনকে ম্যানেজ করে কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো বই হাতিয়ে নিচ্ছে।